তারিখ ... 28 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক সংবাদ

৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২শে ডিসেম্বরের

ঘটনার তদন্ত কমিশন প্রসঙ্গে

সম্প্রতি টেলিভিশনের খবরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২শে ডিসেম্বর '৯০-এ যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেছে, সে বিষয়ে আগামী তিন দিনের মধ্যে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের হাই কোর্টে সাক্ষীর নাম ঠিকানা ইত্যাদি পৌছাতে বলা হয়েছে। এই সংবাদটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

২২শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার পর শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের কাছেই হয়তো বা খবরটি পৌছাবে না। খবর জানলেও তিনদিনের মধ্যে লিখিত-ভাবেও চট্টগ্রামে নাম ঠিকানা পৌছানো সম্ভব নাও হতে পারে। সাক্ষী দেয়ার জন্যেও চট্টগ্রামে যেতে হবে অনেককেই। কিন্তু চট্টগ্রাম শহরের একটি বিশেষ অঞ্চলে উক্ত ঘটনার সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ঘাঁটি করে রয়েছে। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসের আরও ঘটনা ঘটেছে; এমনকি তাদের হাতে ছাত্র খুন হয়েছে বলেও পত্র-পত্রিকায় সংবাদ বেরিয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়নি। ২২শে ডিসেম্বর নারকীয় ঘটনার বিভীষিকা এখনও ভুক্তভোগীদের মনে আতঙ্ক জাগায়। এমতাবস্থায়, উক্ত ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে আইন প্রয়োগ-কারী সংস্থা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, অনেকেই চট্টগ্রামে যাওয়া নিরাপদ মনে করবেন না। তাছাড়া দূর-দূরাঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে সাক্ষী দিতে যাবার খরচ বহন করার সামর্থ্যও অনেক অভিভাবকের নেই।

এমতাবস্থায় তদন্ত কমিশনের নিকট আমাদের আবেদনঃ

১। টিভি, রেডিও ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে আগ্রাবাদের হাইকোর্টে নাম পৌছানোর এবং সাক্ষী দেয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হোক।

২। দেশের প্রতিটি বড় শহরেই পর্যায়ক্রমে এবং পূর্ব বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক তদন্ত কমিশন বসতে পারে।

৩। রাজধানী ঢাকায় অন্তি অবশ্যই তদন্ত কমিশনের একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন যাতে চট্টগ্রামের বাইরের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরা নিরাপদে ও সহজে এসে সাক্ষ্য দিয়ে যেতে পারে।

সুষ্ঠু ও ব্যাপক তদন্তের প্রয়োজনে আমাদের আবেদন সক্রিয় বিবেচনা পাবে বলে আশা করি।

হামিদা বানু
ডঃ শিরীন হক,
মিসেস ফজিলতুন্নেসা, ডঃ ক্বমর বানু,
আবুল হোসেন এবং আরও অনেকে।